Question no. 25. ভারতে আয় বন্টন বৈষম্যের কারণ গুলি লেখো।

উওর: ভারতে আয় বন্টন বৈষম্যের কারণ গুলি হলো,

(১) সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানাঃ ভারতের আয় বৈষম্যের প্রধান কারণ হল ব্যক্তিগত মালিকানা। সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে ভারতের জনসাধারণ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে। এক শ্রেণীতে আছে সেই সমস্ত ব্যক্তি যারা গ্রামাঞ্চলে জমি, বাড়ি, পুকুর ও অন্যান্য সম্পত্তির মালিক এবং শহরে ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানা, জমি ও বাড়ি প্রভৃতির মালিক। অপর শ্রেণীতে আছে সেই সমস্ত জনসাধারণ যারা জমি, বাড়ি প্রভৃতি সম্পত্তির মালিকানা থেকে বঞ্চিত। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিদের আয়ের মূল উৎস হলে সম্পত্তিজ্ঞাত আয়। অপর পক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিদের আয়ের প্রধান উৎস হল তাদের শ্রমশক্তি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রথম শ্রেণীর হাতে অর্জিত হয়েছে বিপুল সম্পদ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর হাতে আয় হিসাবে আসছে খুব সামান্য পরিমাণ অর্থই। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে আয় বন্টনে বৈষম্য।

২) উত্তরাধিকার আইন: ভারতের উত্তরাধিকার আইন আয় বন্টনে বৈষম্যের জন্য অনেকাংশে দায়ী। জন্মসূত্রে যে ব্যক্তি সম্পত্তির অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে তার সঙ্গে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক বৈষম্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হচ্ছে।

(৩) প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা: ভারতের বেসরকারি বনাম সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা, গ্রামীণ ও শহর জীবনে সুযোগ-সুবিধার পার্থক্য, সরকারি তথা সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সাথে কৃষি ও অন্যান্য অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা ভারতে আয় বন্টনে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে।

(৪) সরকারি আইনঃ ভারতে আয় বন্টনে বৈষম্যের জন্য সরকারি আইনও বহুলাংশে দায়ী। অনেক সময় সরকারি নীতি যেমন শিল্পনীতি, লাইসেন্স নীতি, বহুজাতিক সংস্থার সাথে সহযোগিতার চুক্তি স্থাপনে অনুমতি প্রদান, ঋণ প্রদানে বিশেষ সাহায্য ইত্যাদি, বৃহৎ শিল্পপতিদের অনুকূলে গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই আয় বন্টনে বৈষম্য বেড়েছে।

(৫) প্রতিক্রিয়াশীল কর কাঠামো: ভারতে প্রতিক্রিয়াশীল কর কাঠামোর জন্য কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা খুব বেশি। ফলে সমাজের ধনী ব্যক্তিদের হাতে জমা হচ্ছে কালো টাকার পাহাড়। আবার ভারতীয় কৃষিক্ষেত্র করের আওতায় না থাকায় গ্রামাঞ্চলে ধনী ও বড় চাষীদের করের বোঝা বহন করতে হয় না, ফলে গ্রামাঞ্চলেও আয় বন্টনে বৈষম্য তীব্রতর হয়েছে।

(৬) বেকারত্ব ও অর্ধবেকারত্ব: ভারতের বিপুল পরিমাণ বেকারত্ব ও অর্ধবেকারত্ব আয় বন্টনে বৈষম্যের জন্য অনেকাংশে দায়ী। ভারতে কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা কম থাকায়, শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশ না ঘটায় দেশের বেশির ভাগ জনসাধারণ দারিদ্র্য ও হতাশার দুষ্টচক্রের মধ্যে পাক খাচ্ছে। ফলে কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই কম থাকছে এবং সৃষ্টি হচ্ছে আয় বন্টনে বৈষম্য।

(৭) মুদ্রাস্ফীতি: দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (1956-1961) সময় থেকে ভারতে দামস্তরের ঊর্ধ্বমুখী বা মুদ্রাস্ফীতি একদিকে শ্রমজীবী ও গরিব মানুষকে দিনের পর দিন আরও গরিব করেছে, অপরদিকে ব্যবসায়ী, বড় চাষী, শিল্পপতিদের আয় দিনের পর দিন বাড়িয়ে তাদের আরও ধনী করেছে। সেইজন্যই বলা হয় ভারতের মুদ্রাস্ফীতি আয় বন্টনের বৈষম্যকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলেছে।

(৮) উন্নয়নের কৌশল: ভারতে কৃষি ও শিল্প উন্নয়নের কৌশল আয় বন্টনে বৈষম্য বৃদ্ধির জন্য অনেকাংশে দায়ী। যেমন ভারতে প্রবর্তিত নয়া কৃষি কৌশল মূলধন প্রগাঢ় (বেশি মূলধন কিন্তু কম শ্রমিক নিয়োগ) হওয়ার জন্য নয়া কৃষি কৌশলের বা সবুজ বিপ্লবের সুবিধা ভোগ করেছে গ্রামের মুষ্টিমেয় ধনী চাষীরা অপরদিকে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের আর্থিক অবস্থা এই কৃষি কৌশল প্রবর্তনের ফলে আরও খারাপ হয়েছে। আবার শিল্পে মূলধন প্রগাঢ় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করার ফলে শহরাঞ্চলও আয় বন্টনে বৈষম্য বাড়িয়ে চলেছে।

(৯) পারিবারিক ও রাজনৈতিক প্রভাবঃ পারিবারিক ও রাজনৈতিক প্রভাব অনেক সময় আয় বন্টনে বৈষম্যের একটি কারণ। সমান দক্ষতাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও একজনের পারিবারিক প্রভাব প্রতিপত্তি অপর ব্যক্তির থেকে বেশি থাকার জন্য সে বাস্তব জীবনে চাকরি বা ব্যবসায় ক্ষেত্রে অন্যায্য সুবিধা ভোগ করে থাকে। বর্তমানে আবার রাজনৈতিক দলের মতাদর্শে বিশ্বাসী হওয়ার জন্য চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে অন্যায্য সুবিধা পেতে থাকছে। সেইজন্যই বর্তমান আয় বন্টনের বৈষম্যের জন্য পারিবারিক ও রাজনৈতিক প্রভাবকেও দায়ী করা হয়।

(১০) আঞ্চলিক উন্নয়নে বৈষম্য: বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এমনকি একই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে উন্নয়ন হারে বৈষম্যের ফলে আয় বন্টনে বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন নতুন শিল্পগুলি স্বাভাবিক নিয়মে উন্নত অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে।